যায়যায়দিন

OCT 04 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জামায়াত নেতারটিকে রেহাই দিয়ে পাঁচ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বন্ধের সিদ্ধান্ত

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

অবশেষে এক জামায়াত নেতার ইউনিভার্সিটিকে রেহাই দিয়ে অভিযুক্ত বাকি পাঁচটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) উচ্চশিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় না রাখার কারণে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের আটটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বন্ধের সুপারিশ করেছিল। এরপর নিয়ম অনুযায়ী একজন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি তদন্ত করে দুটি ইউনিভার্সিটিকে ... বাদ দেয়। এখন বাকি ছয়টির মধ্যে একটি বাদে বাকিগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতকাল রাতে পাঁচ ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে যায়যায়দিনকে বলেন, আজ বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। তিনি বলেন, দেরিতে হলেও এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-নীতি না মেনে ইউনিভার্সিটি চালানো উচিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১৫ ... ক ৪

জামায়াত নেতারটিকে রেহাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন মিলেছে সেগুলো হলো কুইন্স ইউনিভার্সিটি, পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (বগুড়া), কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (আম্মান)।

তবে জামায়াত নেতা মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরীর গ্রিন ইউনিভার্সিটি এখন বন্ধ করা হচ্ছে না। তাদের ছয় মাসের সময় দেয়া হয়েছে। তিনি ... সফল হয়েছেন। তার সঙ্গে আছেন জামায়াত এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। বেশ কয়েক মন্ত্রী-এমপিসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে শত শত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণ হলেও এতোদিন বন্ধ হয়নি এ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো।

২০০৪ সালের অক্টোবরে দেশের ৫২টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর চালানো তদন্তের একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিল ইউজিসি। এরপর কেটে গেছে দুই বছর। ... কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে জানানো হয়েছিল। আর শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ না থাকা এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন না মানায় আটটির অনুমোদন বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছিল। এছাড়া মান উন্নয়নের জন্য বাকি ৩৫টিকে সময় বেঁধে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, গত মাসে প্রভাবশালী মন্ত্রী-এমপিদের চাপে বন্ধের সুপারিশকৃত আট ইউনিভার্সিটি বন্ধ করা যাচ্ছে না শীর্ষক একটি রিপোর্ট যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছিল।